গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৬ বর্ষ ৪ সংখ্যা | ১ - ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির পরেও বেআইনি বাজি কারখানা চলছে কী করে?

উত্তর চব্বিশ পরগণার দত্তপুকুরে বেআইনি বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে ৯ জনের মৃত্যু ও বেশ কয়েকজনের আহত হওয়ার ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে এস ইউ সি আই (সি)-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ২৭ আগস্ট এক বিবৃতিতে বলেন,

দত্তপুকুরের ঘটনা, তার মাস তিনেক আগে এগরা, বজবজ, ইংরেজবাজারে পরপর বিস্ফোরণ এবং তার ফলে বহু মানুষের মৃত্যু ও আহত হওয়ার ঘটনা প্রমাণ করে পুলিশ প্রশাসন ও শাসক দলের প্রত্যক্ষ মদতেই এগুলি ঘটছে। সমস্ত ক্ষেত্রেই শাসক দলের ঘনিষ্ঠরা যে যুক্ত তার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

অথচ এগরার ঘটনার পর গত ২৭ মে খাদিকুল গ্রামে

সাতের পাতায় দেখুন

চন্দ্রযান ৩-এর সাফল্যে এসইউসিআই(সি)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৪ আগস্ট এক বিবৃতিতে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন।

বিদ্যুৎ গ্রাহকদের ওপর নতুন আক্রমণ

আন্দোলনে অ্যাবেকা

রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি ব্যাপক হারে ফিক্সড চার্জ ও মিনিমাম চার্জ বাড়িয়েছে। ফলে গৃহস্থ ও বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ গ্রাহকদের কেভিএ প্রতি প্রায় তিনগুণ মিনিমাম চার্জের বিল এসেছে। ক্ষুদ্র শিল্প গ্রাহকদের এতদিন মিনিমাম চার্জ দিতে হত না। এখন তাদেরপ্রতি কেভিএপ্রতি মাসে ২০০ টাকা করে দিতে হবে। কৃষি গ্রাহকদের এতদিন মিনিমাম চার্জ দিতে হত না। তাদের এখনপ্রতি কেভিএপ্রতি মাসে ৭৫ টাকা করে দিতে হবে। যে সকল গ্রাহক মিনিমাম চার্জের বাইরে তাদের ক্ষেত্রে দ্বিগুণ হারে প্রতি কেভিএ প্রতি মাসের হিসাবে বিশাল অঙ্কের ফিক্সড চার্জের বিল আসছে। কানেক্টেড লোড ৫০ কেভিএ পর্যন্ত ডিসকানেকশন-রিকানেকশন চার্জ ১০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫০০ টাকা করা হয়েছে।

বিপুল চার্জবৃদ্ধির বিরুদ্ধে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বিক্ষোভ। মেদিনীপুর। ২৫ আগস্ট

'বিদ্যুৎ আইন ২০০৩' ও তার 'সংশোধনী বিল ২০২২'এর বাস্তবায়নে স্মার্ট প্রিপেড মিটার লাগানো এবং টিওডি (টাইম অব ডে) সিস্টেমে বিল করার হুলিয়া জারি করেছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। এই বিল এখনও সংসদে পাশ করে আইনে পরিণত হয়নি। কিন্তু লক্ষ করা যাচ্ছে, দেশের বিভিন্ন রাজ্যের সাথে পশ্চিমবঙ্গেও এই মিটার বসানোর তোড়জোড় শুরু হয়েছে। প্রায় সমস্ত ব্লকে ক্ষুদ্রশিল্পে, দোকানে, বাড়িতে সার্ভে করা হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় সরকার বিদ্যুৎ রুল ২০২২

দুয়ের পাতায় দেখুন

পুঁজিপতিদের হাতেই অরণ্যের অধিকার

প্রতিবাদে দেশ জুড়ে বিক্ষোভ

২০০৬-এর অরণ্যের অধিকার আইনে বনাঞ্চলে বসবাসকারী আদিবাসী, চিরাচরিত বনবাসীদের যতটুকু অধিকার ছিল তাকে কেড়ে নিতে সচেষ্ট কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার। সে জন্য তারা এই আইনের সাংবিধানিক ক্ষমতা খর্ব করতে এনেছে বন (সংরক্ষণ) সংশোধনী আইন-২০২৩ ও বন (সংরক্ষণ) রুল-২০২২। এর মাধ্যমে জঙ্গলের অধিকার, তার ব্যবহারের স্বত্ব পুরোপুরি একচেটিয়া মালিকদের পরিচালিত কর্পোরেট কোম্পানিদের হাতে তুলে দিতে বিজেপি সরকার উঠে পড়ে লেগেছে।

এর বিরুদ্ধে অল ইন্ডিয়া জন অধিকার সুরক্ষা কমিটির আহ্বানে ২৩ আগস্ট সারা ভারত প্রতিবাদ দিবস পালিত হল। গুজরাট থেকে আসাম, ত্রিপুরা পর্যন্ত জঙ্গলাকীর্ণ আদিবাসী ও চিরাচরিত বনবাসী জনগোষ্ঠীর বসতিযুক্ত রাজ্যগুলিতে এই প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়। বিপুল উৎসাহ ও সংগ্রামী বলিষ্ঠতার সাথে দিনটি পালিত

চারের পাতায় দেখুন

'বন (সংরক্ষণ) সংশোধনী আইন-২০২৩'-এর বিরুদ্ধে, আখ চাষের শ্রমিকদের সঠিক মজুরি এবং আদিবাসী মানুষের নানা দাবিতে গুজরাটের ডাং জেলায় এস ইউ সি আই (সি)-র বিক্ষোভ

বাংলার যে আন্দোলন ভারতীয় জাতিসত্তার বিকাশে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে তার সঙ্গে সম্পৃক্ত একটি দিনই হোক 'বঙ্গ দিবস'

সর্বদলীয় বৈঠকে এস ইউ সি আই (সি)

কোন দিনটিকে 'বঙ্গ দিবস' হিসাবে পালন করা হবে তা নির্ধারণের জন্য রাজ্য সরকার ২৯ আগস্ট সর্বদলীয় সভা ডাকে। সভায় দলের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় ও রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ডাঃ তরুণ মণ্ডল। বৈঠকে তাঁরা দলের লিখিত বক্তব্য পেশ করেন। বক্তব্যটি এখানে প্রকাশ করা হল।

বঙ্গ দিবস পালন করার দিন নির্ধারণের বিষয়ে এই সর্বদলীয় সভার আহ্বান করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। দিনটি যদি আগেই নির্ধারিত হয়ে থাকে, তা হলে এই সভা হবে অর্থহীন। আশা করতে পারি, তা নিশ্চয়ই নয়। এটা ধরে নিয়ে আমরা আমাদের দলের পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট কয়েকটি কথা বলতে চাই।

আমাদের দলের বক্তব্য, আমরা ভারতবর্ষের ভারতীয় জাতিসত্তার মধ্যেই এক অঙ্গরাজ্যে বসবাসকারী নাগরিক। তাই বঙ্গ দিবস নির্ধারণ বা পালন যেন কোনও ভাবেই ভারতীয় জাতিসত্তার বিকল্প সত্তা হিসাবে না দেখা দেয়। তা হলে তা দেশের জনগণের ঐক্য বিঘ্নিত করবে। এ কথা আমাদের কাছে গৌরবের যে, বাংলার গৌরব ভারতবর্ষের গৌরবগাথার পৃষ্ঠভূমি তথা ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছিল। রাজা রামমোহন রায়ের উন্মেষের মধ্য দিয়ে আধুনিক কালের নবজাগরণের সেই গৌরবের সূচনা। তাই বঙ্গ দিবস নির্ধারণ তারই সাথে সম্পৃক্ত হওয়া অবশ্যই বাঞ্ছনীয়।

কিছুদিন আগে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশ অনুসারে ২০ জুন পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালনের উৎসব পালন হয় নাচ গান

সাতের পাতায় দেখুন

জনগণকে আরও বেশি শোষণের ব্যবস্থা করছে বিদ্যুৎ কোম্পানিগুলি

একের পাতার পর

ও ২০২৩ জারি করে জানিয়েছে, দেশের সমস্ত বিদ্যুৎ গ্রাহকদের স্মার্ট প্রিপেড মিটার ও টিওডি সিস্টেমে বিল করতে হবে। বিদ্যুৎগ্রাহক সংগঠন অ্যাবেকার সাধারণ সম্পাদক সুব্রত

বিদ্যুৎ গ্রাহকদের অবরোধ। বালুরঘাট

বিশ্বাস বলেন, স্মার্টলি টাকা লুঠ করার যন্ত্র হল স্মার্ট প্রিপেড মিটার। তিনি বলেন, বর্তমানে যে ডিজিটাল মিটার গ্রাহকদের আছে তাতে খুবই সুক্ষ্মভাবে বিদ্যুৎ খরচ পরিমাপ করা সম্ভব। এই মিটারের রিডিং দেখতে মিটার রিডার প্রয়োজন, লাইন ডিসকানেকশন-রিকানেকশনের জন্য মানুষের প্রয়োজন হয়। বিদ্যুৎ ব্যবহারের পর তার বিল হাতে পান গ্রাহকরা। বিলের টাকা জমা দেওয়ার নির্দিষ্ট দিনের পরও বিদ্যুৎ সংযোগ বজায় রেখে টাকা জমা দিতে পারেন গ্রাহকরা। মিটার খারাপ হলে, সেটা পরিবর্তনের জন্য গ্রাহকরা আবেদন করতে পারেন। সরকার এখন এই ডিজিটাল মিটার পাল্টে স্মার্ট মিটার বসাতে চাইছে। কার স্বার্থে?

স্মার্ট মিটারের ক্ষেত্রে মিটার রিডিং নিতে কোনও মানুষের প্রয়োজন নেই। লাইন কাটতে ও জুড়তেও লোক লাগবে না। গ্রাহকদের হাতে বিলের কাগজ দিতে কেউ আসবে না। সবটা আর্টি ফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স (এ আই) নিয়ন্ত্রিত। অফিসে কম্পিউটারে একজন কর্মচারী বসে রিমোট কন্ট্রোলে একটা গ্রুপ সাপ্লাইয়ের সমস্ত গ্রাহকের মিটার ব্যবস্থা পরিচালনা করতে পারবে। এই স্মার্ট মিটারে পোস্ট পেড বিল, প্রিপেড বিল, টিওডি সিস্টেমের বিলের ব্যবস্থা আছে। গ্রাহকের টাকা শেষ হলে অটোমেটিক্যালি লাইন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। আবার টাকা জমা দিলে লাইন জুড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। পোস্ট পেড গ্রাহকরা এক মাসের পর মোবাইলে এসএমএস পাবেন, কত টাকার বিল এবং কত তারিখের মধ্যে টাকা জমা দিতে হবে। সেই দিনের মধ্যে টাকা না দিতে পারলে অটোমেটিক্যালি বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হবে। প্রিপেড হলে আগে টাকা দিতে হবে, তারপর বিদ্যুৎ সংযোগ হবে, টাকা শেষ হলেই লাইন ডিসকানেক্ট হবে।

এই নয়া ব্যবস্থায় গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী ৮০ শতাংশ গরিব মানুষ, বিশেষ করে কৃষকরা পড়বেন গভীর সংকটে। কারণ অগ্রিম টাকা দিয়ে বিদ্যুৎ কিনে ফসল ফলিয়ে সেই ফসলের দাম পেতে তাদের দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হবে। শহরের মানুষেরও ভোগান্তির শেষ থাকবে না। আর এই ব্যবস্থার সবটা যন্ত্রনির্ভর বলে ব্যাপক কর্মী ছাঁটাই হবে। ভবিষ্যতে নতুন করে কর্মসংস্থানের কোনও সম্ভাবনাই থাকবে না। মুনাফা সর্বোচ্চ করার জন্য এভাবে গ্রাহকদের স্মার্ট মিটার ব্যবহারে বাধ্য করা হচ্ছে। মিটার খারাপ হলে বা খারাপ মিটারের বিল গ্রাহকরা সংশোধন করাতে পারবেন কিনা সেটা ভবিষ্যতই বলবে। বাস্তবে গ্রাহকদের হাতে তো কোনও রেডি ডকুমেন্ট থাকছে না। এই পদ্ধতিতে গ্রাহকদের যথেচ্ছ লুঠ করার আশঙ্কা রয়েছে। বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ এর ৫৬ নং ধারা মতে গ্রাহকদের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে হলে কোম্পানিকে কমপক্ষে ১৫ দিন আগে নোটিশ দিতে হয়। এই স্মার্ট মিটারের টাকা শেষ হলে অটোমেটিক বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হবে, যা বিদ্যুৎ আইন ২০০৩-এরও বিরোধী। গ্রাহকদের প্রশ্ন, এখন যে সিকিউরিটি ডিপোজিটের টাকা কোম্পানির ঘরে জমা আছে সেই টাকার কী হবে?

সরকার বিদ্যুৎ পরিষেবা দেওয়ার দায়িত্ব অস্বীকার করছে

রাজ্য সরকার কেন এত দ্রুততার সাথে কেন্দ্রের জনবিরোধী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে নেমে পড়েছে? কার স্বার্থে কোটি কোটি টাকার ডিজিটাল মিটারগুলোকে ডাস্টবিনে ফেলে নষ্ট করে আবার কোটি কোটি টাকা খরচ করে স্মার্ট মিটার বসাতে চাইছে? বর্তমান মিটারগুলির খরচ গ্রাহকদের মাশুলের মাধ্যমে আদায় করা হয়েছে এবং এবারের স্মার্ট মিটারের সমস্ত খরচও বিদ্যুতের দাম বাড়িয়ে গ্রাহকদের পকেট কেটে আদায় করা হবে। এই প্রিপেড স্মার্ট মিটার ব্যবস্থা রাজ্য সরকারের অধীনস্থ বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানিগুলোকে ব্যক্তি পুঁজিপতিদের হাতে সমর্পণ করাতে গতি আনবে এবং এর মাধ্যমে সহজেই বিদ্যুৎ বণ্টন ব্যবস্থাকে বেসরকারিকরণ করা যাবে। কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী বিদ্যুৎ বিল ২০২২ অনুসারে বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির অধীনে সাব ডিস্ট্রিবিউটর (যাদের কোনও লাইসেন্স লাগবে না) যারা গ্রাহকদের নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ থেকে মেরামতি সমস্ত দায়িত্বে থাকবে। সরকারি বিদ্যুৎ সংস্থাগুলির কোনও কাজই থাকবে না। সরকার হাত গুটিয়ে নেবে জনগণকে বিদ্যুতের মতো পরিষেবা দেওয়ার দায়িত্ব থেকে।

জনগণকে আরও বেশি করে শোষণের নয়া ব্যবস্থা টিওডি সিস্টেম। টিওডি অর্থাৎ টাইম অব ডে সিস্টেমে গুরুত্বপূর্ণ সময়ের জন্য বেশি বিল হবে। যেমন, দিনের বেলা ১০-২০ শতাংশ দাম কম থাকবে, যখন গৃহস্থ গ্রাহকরা বাড়ির বাইরে কর্মক্ষেত্রে থাকে। আর বিকেলে বাড়ি ফিরে বিশ্রামের সময়, ছেলে-মেয়েদের পড়ার সময় বা রাতে যখন একটানা বিদ্যুৎ ব্যবহার করতেই হয় তখন তাকে ১০-২০ শতাংশ বেশি দামে বিদ্যুৎ নিতে হবে। একইভাবে বাণিজ্যিক গ্রাহকদের ক্ষেত্রে যখন সন্ধ্যায় তার প্রতিষ্ঠানে আলোকিত করার জন্য বেশি বিদ্যুৎ প্রয়োজন, তখন তাকে বেশি দামে বিদ্যুৎ নিতে হবে। ক্ষুদ্রশিল্প সকাল-বিকেল সাধারণত দুটো শিফটে চলে। তারা বেশি দামে বিদ্যুতের কারণে বিকেলের শিফট বন্ধ করতে বাধ্য হবে, যার ফলে উৎপাদন কমবে, সাথে সাথে বেকার সংখ্যাও বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে সর্বস্তরের সাধারণ গ্রাহক ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের ২০২৩-২৪ বর্ষের ঘোষিত ট্যারিফ রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগেই ঘোষণা করেছিল। কিন্তু সাথে সাথেই রাজ্যের সর্বত্র বিদ্যুৎ গ্রাহক সংগঠন অ্যাবেকার নেতৃত্বে এক সপ্তাহব্যাপী গ্রাহক বিক্ষোভের চাপে রাজ্য সরকারের মৌখিক নির্দেশে বাড়তি টাকা নেওয়া বন্ধ রাখা হয়েছিল। অ্যাবেকা তখনই বলেছিল এই অপচেষ্টা যে কোনও সময় পুনরায় চালু হতে পারে। পঞ্চায়েত নির্বাচন শেষ হতেই আবার ওই জনবিরোধী ট্যারিফ অর্ডার কার্যকর করা শুরু হয়েছে।

রাজ্য সরকারের অধিকার আছে কেন্দ্রের এই ভয়ানক জনবিরোধী পদক্ষেপ কার্যকর না করার, কারণ বিদ্যুৎ কেন্দ্র-রাজ্য যৌথ তালিকাভুক্ত। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রকেই অনুসরণ করে ইতিমধ্যেই ৩৭ লক্ষ স্মার্ট মিটার কিনে লাগানোর তোড়জোড় করছে। অন্যদিকে ফিক্সড চার্জ, মিনিমাম চার্জ, ডিসকানেকশন-রিকানেকশন চার্জ ভয়ানকভাবে বৃদ্ধির ট্যারিফ অর্ডার, (যা রাজ্য সরকার চাইলে বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ এর ১০৮ নং ধারা প্রয়োগ করে বাতিল করতে পারে) এর আক্রমণ। ঘটনাক্রম থেকে স্পষ্ট, জনগণের ঘাড়ে আরও বোঝা চাপিয়ে তাদের শোষণ করার ক্ষেত্রে কেন্দ্র-রাজ্য সরকারের কোনও ফারাক নেই। পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষায় জনস্বার্থকে বলি দিতে শাসক দলগুলির সকলেই সমান দক্ষ।

বিদ্যুৎ গ্রাহক সংগঠন অ্যাবেকার আহ্বানে শুরু হয়েছে স্মার্ট মিটারের বিরুদ্ধে, টিওডি সিস্টেম বিলের বিরুদ্ধে, ফিক্সড চার্জ দ্বিগুণ করা, মিনিমাম চার্জ তিনগুণ করা, ডিসি আরসি চার্জ বৃদ্ধির বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচার আন্দোলন। পাড়ায় পাড়ায় গ্রাহক প্রতিরোধ কমিটি তৈরি করে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনের প্রস্তুতি চলছে রাজ্যের সর্বত্র। রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির বিভিন্ন অফিসে চলছে গ্রাহকদের অবস্থান, বিক্ষোভ, ডেপুটেশন, পথসভা, স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান।

গোয়েঙ্কার মালিকানাধীন বেসরকারি কোম্পানি সিইএসসি-র বিদ্যুৎ গ্রাহকরা গত কয়েক মাস ধরে এক অদ্ভুত ধরনের বিদ্যুৎ বিল পাচ্ছেন। সেই বিলে কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের ইলেকট্রিসিটি রুল ২০২২ অনুসারে সিইএসসি কর্তৃপক্ষ এফপিপিএএস নামে একটি বিশাল অঙ্কের টাকার হিসাব দেখিয়ে বলছে, এখন সে টাকা দিতে হবে না। অর্থাৎ রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের নির্দেশ পেলে বকেয়া সহ গ্রাহকদের কাছ থেকে তা আদায় করবে। এই এফপিপিএএস-এর হিসাবেও রয়েছে বিচিত্র ব্যাপার। এক এক মাসে শতকরা হারের অঙ্ক এক এক রকম। কোনও মাসে ৭.৫ শতাংশ, কোনও মাসে ১৫.৫ শতাংশ। আতঙ্কিত সিইএসসি-র গ্রাহকরা এর বিরুদ্ধে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ সহ আন্দোলনের প্রস্তুতি শুরু করেছেন।

বিদ্যুৎ গ্রাহকরা এই মারাত্মক আক্রমণ নীরবে মেনে নিতে রাজি নন। সর্বত্রই তাই প্রবল বিক্ষোভে ফুঁসছেন তাঁরা। আক্রমণ প্রতিরোধ করতে গড়ে তুলছেন আন্দোলনের হাতিয়ার বিদ্যুৎ গ্রাহক সংগঠন অ্যাবেকার নেতৃত্বে গ্রাহক প্রতিরোধ কমিটি।

জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (সি)-র উত্তর কলকাতা আঞ্চলিক কমিটির পূর্বতন সম্পাদক কমরেড সুনীল পাল দীর্ঘদিন ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে চিকিৎসাধীন থাকার পর ৬ আগস্ট রাতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর।

কমরেড সুনীল পালের বড় দাদা কমরেড সুধীর পাল দলের একজন একনিষ্ঠ কর্মী ও সংগঠক ছিলেন। কৃষি দপ্তরে উচ্চপদে চাকরি করতেন। সরকারি চাকরি করার ফলে প্রকাশ্যে না হলেও আড়ালে থেকে বহু গুরুদায়িত্ব তিনি পালন করেছেন। প্রয়াত সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জীর সাথে কৈশোর থেকেই তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। সেই সুবাদেই তিনি তাঁর ভাই সুনীল পালকে পার্টির হাতে তুলে দেন। উত্তর কলকাতায় তদানীন্তন সম্পাদক কমরেড বাদল মুখার্জীর নেতৃত্বাধীনে কমরেড সুনীল পাল ওই এলাকায় কাজ শুরু করেন। রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকে আমৃত্যু তিনি পার্টির টালা সেন্টারেই থাকতেন। ছোটদের প্রতি তাঁর অপরিসীম স্নেহ ছিল। অসুস্থ অবস্থায় তিনি যখন চলাফেরার শক্তি হারিয়েছেন, তখনও তরুণ কমরেডরা তাঁর কাছে ছুটে যেত সংগ্রামের নানা অভিজ্ঞতার কথা শুনতে। দলের নির্দেশ ও কর্মসূচি রূপায়ণে তিনি সর্বদা ছিলেন একনিষ্ঠ ও শৃঙ্খলাপরায়ণ। এলাকায় সাংগঠনিক শক্তি সে সময় নিতান্তই অল্প থাকলেও তাই নিয়েই তিনি নিষ্ঠার সাথে দিনরাত কাজ করে গেছেন। বার্ধক্যক্রমে তাঁর শারীরিক শক্তির ক্ষয় ঘটায় এবং তিনি কার্যত ঘরবন্দি হয়ে পড়েন। নানা জটিল ও গুরুতর রোগ শরীরে বাসা বাঁধে, তাঁর ব্রেন সার্জারিও করতে হয়। শেষের কয়েক বছর প্রায়ই তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হত। এবার কয়েক মাস চিকিৎসাধীন থাকার পর ৬ আগস্ট তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর তাঁর মরদেহ কলকাতা জেলা অফিসে নিয়ে আসা হয়। দলের পক্ষ থেকে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান পলিটবুরো সদস্য কমরেড অমিতাভ চ্যাটার্জী এবং কেন্দ্রীয়, রাজ্য ও জেলা নেতৃবৃন্দ। ২২ আগস্ট তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়।

কমরেড সুনীল পাল লাল সেলাম

১৯৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলনের উপর পুলিশি অত্যাচার সরকারি মদতেই বিধানসভায় প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিলেন কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী

১৯৫৯-এর ৩১ আগস্ট পশ্চিমবঙ্গের গণআন্দোলনের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। 'খাদ্য চাই খাদ্য দাও' এই দাবিতে সেদিন কলকাতা শহরে সমবেত হাজার হাজার মানুষের ওপর যে বর্বর অত্যাচার নামিয়ে এনেছিল তদানীন্তন কংগ্রেস সরকার, তাতে ৮০ জন আন্দোলনকারী শহিদের মৃত্যু বরণ করেন। আহত হন প্রায় তিন হাজার, নিখোঁজ হয়েছিলেন অসংখ্য মানুষ। ঘটনার সাফাই গেয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের সরকার বলেছিল, জনতাই পুলিশের ওপর আক্রমণ করেছে। প্রতিবাদে বিধানসভায় গর্জে উঠেছিলেন এসইউসিআই(সি) নেতা সুবোধ ব্যানার্জী। ১৯৫৯-এর ২৫ সেপ্টেম্বর বিধানসভায় দেওয়া তাঁর ভাষণটি গণআন্দোলনের এক মূল্যবান দলিল। সেটি প্রকাশ করা হল।

আজ ছয় দশক পর এই কংগ্রেসকেই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শক্তি হিসাবে সার্টিফিকেট দিচ্ছেন সিপিএম নেতারা। দেখা যাচ্ছে, কংগ্রেসের পর যারাই ক্ষমতায় এসেছে, তারাই একই অজুহাতে গণআন্দোলনের উপর পুলিশি অত্যাচার নামিয়ে এনেছে। সেই প্রেক্ষাপটে এই ভাষণটি ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় তুলে ধরেছে।

ডেপুটি স্পিকার মহাশয়, কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যে প্রস্তাব এসেছে তার শুধু নলচে বদলানো নয়, সম্পুর্ণ বাদ দেওয়া দরকার। এই প্রস্তাবের পক্ষে কোনও সুবুদ্ধি-প্রণোদিত মানুষ, কোনও সাধু লোক, কোনও মানবতাসম্পন্ন লোক সায় দিতে পারে না। (কংগ্রেস বেঞ্চ থেকে এক ব্যক্তির কণ্ঠস্বর ঃ চিন থেকে ভাড়া করা বুদ্ধিতে যারা চলেন তারাই শুধু পারবেন না।)

এ কথা ঠিক যে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে যাঁদের সম্পর্ক আছে তাঁরা এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করবেন। প্রস্তাবে কয়েকটি কারণ দেখানো হয়েছে। প্রথম কথা বলা হয়েছে যে, জনসাধারণের লুঠতরাজ, হিংসাত্মক কাজ বন্ধ করার জন্য পুলিশের তরফ থেকে সর্বশেষ উপায় হিসাবে অস্ত্র গ্রহণ করা হয়েছে। এত বড় মিথ্যা কথা আর নেই। এই কংগ্রেসের তরফ থেকে একজন বক্তা বললেন যে, ২০ তারিখ থেকে আরম্ভ করে ৩০ তারিখ পর্যন্ত আন্দোলন শান্তিপূর্ণ ছিল, কোনও গণ্ডগোল হয়নি। এ কথা যদি মেনে নেওয়া হয়, তা হলে জিজ্ঞাসা করি, ২৫ মে তারিখে কেন নির্মমভাবে হাওড়ায় লাঠি চালানো হয়? ২৭ তারিখে কেন বারাসাতে লাঠিচার্জ হয়? ডায়মন্ডহারবারে কেন ২৭ তারিখে লাঠি চালানো হয়? কেন ২৬ তারিখ রাতে বনগাঁয় লাঠি চালানো হয়? আদত কথা তা নয়, পুলিশ গোড়া থেকেই হিংসাত্মক কার্য আরম্ভ করেছে। জনসাধারণ কোথাও অফেন্সিভ নেয়নি, পুলিশই নিয়েছে।

ওঁরা বলেছেন, আত্মরক্ষার্থে এই অস্ত্রগ্রহণ পুলিশকে করতে হয়েছে। ডেপুটি স্পিকার মহাশয়, আপনাকে আমি জিজ্ঞাসা করি, ওই যে তিন-চার জন নারীর উপর বলাৎকার করা হয়েছে— এও কি আত্মরক্ষার জন্য? একজন আহত লোককে টালিগঞ্জ থানায় নিয়ে গিয়ে তার বুকের উপর গুলি করে তাকে মেরে ফেলে দেওয়া হল। আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, এটাও কি আত্মরক্ষার জন্য? আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, ডেকার্স লেনে দুদিক থেকে

পুলিশ দিয়ে আটকে মাঝখানে জনতাকে ইঁদুর মারার মতো জাঁতাকলের মধ্যে ফেলে যে মেরে ফেলা হল, এটাও কি আত্মরক্ষার জন্য? শান্তিপূর্ণ চাষিরা যখন ডায়মন্ডহারবারে মিটিং করছিল তখন তাদের উপর লাঠি চালিয়ে ৩১ জন চাষিকে গুরুতর আহত করা হল, এটাও কি ওই আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজন হয়েছিল? আদত কথা তা নয়। সরকারের এটাই নীতি ছিল এবং পুলিশ সেই নীতি অনুসরণ করেছে। সেই নীতি ছিল এই, যেখানেই জনতাকে দেখবে তাদের মেরে ঠাণ্ডা করে দেবে, যাতে ভবিষ্যতে আর আন্দোলন করতে না পারে। এই জন্যই পুলিশ এ রকম কাজ করেছে। আপনাকে আমি জিজ্ঞাসা করি, বাড়ি থেকে ধরে টেনে নিয়ে গেছে থানায়, সেখানে দুই হাত বেঁধে ইংরেজ আমলে যেমন ঝুলিয়ে মারত তেমনি করে মারা হয়েছে কোন কারণে? এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ চাইলে আমি দিতে পারব। একটা নয়, এ রকম অসংখ্য ঘটনা ঘটেছে। আপনাকে জিজ্ঞাসা করি এও কি আত্মরক্ষার জন্য করতে হয়েছে? গণ্ডগোল যদি কোনও জায়গায় হয় সেখানে না হয় লাঠি চালাতে পারে কিন্তু থানায় নিয়ে গিয়ে একজন মানুষকে নির্মম ভাবে মারা, এটা কি আত্মরক্ষার জন্য?

শ্রীযুক্ত আনন্দগোপাল মুখার্জী ঃ শ্রীযুক্তা সুধা দত্তের উপর পায়ের জুতা ছুঁড়ে মারা হয়েছিল কী ভাবে?

শ্রীযুক্ত সুবোধ ব্যানার্জী ঃ হ্যাঁ আমিও ঠিক তাই বলছি। শ্রীযুক্তা সুধা দত্তকে যদি আলাদা করে নিয়ে কেউ জুতো মারত, তা হলে প্রশ্ন আসত ইন্টেনশনালি মারা হয়েছে। কিন্তু ভিড়ের মধ্যে শ্রীযুক্তা দত্তকে মারা, সেটাকে ইন্টেনশনালি মারা বলা যায় না। আমার প্রশ্ন, তাই ভিড়ের মধ্যে যদি কাউকে মারা হয়, তা হলে ইন্টেনশনালি মারা হয়নি। কিন্তু বাড়ি থেকে টেনে নিয়ে গিয়ে থানার মধ্যে আটকে মারা এটা নির্মমভাবে ইন্টেনশনালি মারা। তাকে বলব উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মারা। আইন আছে নাকি কোথাও যে, থানায় ধরে নিয়ে গিয়ে বেপরোয়া মারা চলবে? বলা হয়েছে, জনসাধারণ অফেন্সিভ নিয়েছে, লজ্জা করা উচিত। কিন্তু লজ্জা ওঁদের নেই, ওঁদের লজ্জা দিতে গেলে আমাদেরই লজ্জায় মাথা হেঁট হবে। যার দুই কান কাটা সে গ্রামের মধ্যে দিয়েই যাবে, এদের লজ্জা দিতে যাওয়া ভুল। কিন্তু শুধু একটা জিনিস জিজ্ঞাসা করব যে, জনসাধারণের হাতে কিছুই নেই, আর আপনার হাতে গভর্নমেন্টের পুলিশ, সশস্ত্র সৈন্য, আইনকানুন অর্থাৎ রিপ্রেশনের সমস্ত অস্ত্র। একদিকে রাষ্ট্রশক্তি যা দমনে লাগে, আর একদিকে নিরস্ত্র জনসাধারণ। জনসাধারণের কী আছে? ধরে নিলাম জনতার হাতে অস্ত্র আছে। তা কী? বড়জোর একখানা ইট। আর পুলিশের হাতে সৈন্য, বন্দুক, যা কিছু মিনস অফ রিপ্রেশন তাদের হাতে, তবুও এ কথা বলছেন। এ কথা তাঁরাই বলবেন, যাঁরা পুঁজিবাদীদের পা-চাটা দালাল, তাদের মুখেই এ কথা শোভা পায়, তা ছাড়া আর কেউ এ কথা বলতে পারে না। কথায় কথায় বলা হচ্ছে, জনসাধারণ অ্যাম্বুলেন্স পুড়িয়েছে, জনসাধারণ থানা আক্রমণ করেছে। একটা পিঁপড়েকে অত্যাচার করলে সেও কামড়িয়ে দেয়, আর এ তো মানুষ। তাঁদের উপর অত্যাচার করেছেন, তাঁদের চোখের উপর পাশবিক অত্যাচার করেছেন, চোখের উপর ছেলেকে গুলি করে মারছেন, চোখের উপর থেকে আত্মীয়স্বজনকে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, আর তাঁরা নীরবে দাঁড়িয়ে দেখবেন? প্রতিবাদ করবেন না? আমি বলব এই রকম মানুষ যেন না জন্মায়। সে মানুষ মানুষ নয়, সে পশু। মানুষের সঙ্গে পশুর পার্থক্য, পশু খাদ্য খায় দায়, ঘুমায়, অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় না, মানুষ অত্যাচারের প্রতিবাদ করে। সে আত্মবিসর্জনও দিয়ে থাকে। এ আপনারা বড় করে দেখছেন যে, একটা অ্যাম্বুলেন্স পুড়িয়েছে। আপনারা ইকুয়েট করেছেন একদিকে ৮০ জন লোক মরেছে, তিন হাজার আহত হয়েছে, বহু লোক নিখোঁজ হয়েছে। আর একদিকে একজন কনস্টেবল মারা গিয়েছেন বলে চিৎকার করছেন। এইভাবে ইকুয়েট করতে আপনাদের লজ্জা করে না? আমি এই কথা বলব যে, প্রত্যেকটি বড় আন্দোলনে এই জিনিস একটু আধটু ঘটে থাকে। যাঁরা স্বদেশি আন্দোলন করেছেন তাঁরা জানেন, আপনারা না জানতে পারেন। কারণ আপনারা সবাই তো পোস্ট ১৯৪৭ পিরিয়ডের, আপনাদের জানবার কথা নয়। ইংরেজের পা চেটে চেটে যারা এসেছে তারাই আজ সাদা টুপি, গান্ধী টুপি মাথায় দিয়ে এখানে বসে আছেন। কিন্তু যাঁরা কংগ্রেসের আন্দোলন করেছেন তাঁদের জিজ্ঞাসা করি, বড় আন্দোলনে কি এই জিনিস একটু আধটু ঘটেনি। সেদিনকার যিনি নেতা ছিলেন, আজকে মন্ত্রিসভার মধ্যে একজন শক্তিশালী লোক বলে শুনেছি, তাঁকে জিজ্ঞাসা করি যে, এই জিনিস কি সেখানে কিছু হয়নি? কিন্তু তবুও লোকে এই স্বাধীনতা আন্দোলনকে নিন্দা করবে? জিজ্ঞাসা করি আগস্ট আন্দোলনে কি টেলিগ্রাফের তার ছেঁড়া হয়নি, আগস্ট আন্দোলনে থানা জ্বালানো হয়নি? তাই বলে কি লোকে আগস্ট আন্দোলনের নিন্দা করতে যাবে? আগস্ট আন্দোলনে পোস্ট অফিস পোড়ানো হয়েছে, অ্যাম্বুলেন্স পুড়েছে, কিন্তু তাই বলে কি লোকে আগস্ট আন্দোলনের নিন্দা করতে যাবে? নিন্দা তাঁরাই করবেন যাঁরা একদিন সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন, সাম্রাজ্যবাদীদের পা চেটেছেন। ঠিক আজ তেমনি তারাই এইসব কথা বলে জনসাধারণের নিন্দা করেছেন।

এরা পুঁজিপতি সমাজব্যবস্থার ওয়াচ ডগ, ওয়াচ ডগ অফ দি ক্যাপিটালিস্ট। এরা চায় শান্তিশৃঙ্খলার নামে শোষণ ব্যবস্থাকে অব্যাহত গতিতে চালাতে। শান্তি ও শৃঙ্খলার নামে পুলিশ জনতার উপর নির্মম অত্যাচার করবে, এই জিনিস চলতে পারে না। তাই আমরা বলছি যে, সরকার এবং পুলিশই এর জন্য সম্পূর্ণ দায়ী। তাদের আমি তীব্র নিন্দা করছি। এবং আমরা চাই যে যাঁরা আজও জেলের মধ্যে আছেন, যে কোনও অভিযোগেই হোক, তাঁদের মুক্তি দিন। আপনারা কি জানেন না যে, পুলিশ মিথ্যা অভিযোগ দেয়? এ কথা সকলেই জানে যে, পুলিশ মিথ্যা অভিযোগ দেয় সাধারণ মানুষের নামে। যারা হাজতে আছে তারা ওই থানা-পুলিশ করতে করতে ক্লান্তির একশেষ হয়ে যায়। অমরবাবুর নামে স্যার, অ্যাটেম্পট টু মার্ডার চার্জ, থেপ্ট অফ গভর্নমেন্ট প্রপার্টি। আমাদের দলের নেতা— তাকেও অ্যাটেম্পট টু মার্ডার চার্জ দিয়েছে। এই অভিযোগ দিয়েছে কারা? কালীবাবুর পোষ্যপুত্র সরকারের রক্ষীদল, ইংরেজ আমলে জনতার রক্তে যাদের হাত কলঙ্কিত, সেই সব আইপিএসের দল। এরা যা বলবে, তাই সত্য হয়ে উঠবে, তাই বিশ্বাস করে নিতে হবে জনতাকে? এই পুলিশি ব্যবস্থায় যে অভিযোগই হোক না কেন, এদের ছেড়ে দিতে হবে, তবেই কথাবার্তা চলবে। তাই সংশোধনী প্রস্তাবে আমি বলেছি জুডিশিয়াল কমিশন বসুক। জনসাধারণের দাবি মেনে পাবলিক এনকোয়ারি মারফত দেখানো হোক মন্ত্রীমণ্ডলীর, ক্যাবিনেটের কত দোষ, বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রী, পুলিশমন্ত্রী, চিফ সেক্রেটারি কতখানি দায়ী এবং যে দায়ী তার শাস্তি বিধান হোক। আর যাঁরা নিহত হয়েছেন তাঁদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হোক। এবং কত লোক মরেছে, কত নিহত হয়েছে, কত লোক নিখোঁজ হয়েছে, তার সংখ্যা নিরূপণ করার সর্বাঙ্গীণ ব্যবস্থা করা হোক। এই দাবি করে কংগ্রেসের তরফ থেকে যে প্রস্তাব আনা হয়েছে তাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে আমাদের দাবি আপনার সামনে আমি উপস্থিত করছি।

ডেঙ্গু ঃ কল্যাণীতে হাসপাতালে বিক্ষোভ

মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার এবং হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির নেতৃত্বে ডেঙ্গু মোকাবিলায় রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার প্রতিবাদে এবং মশা নিয়ন্ত্রণ, হাসপাতালের পরিকাঠামোর উন্নয়ন, যথাযথ চিকিৎসা পরিষেবা সুনিশ্চিত করার দাবিতে ১৬ আগস্ট

নদিয়ার কল্যাণী স্টেশন থেকে মিউনিসিপ্যালিটি পর্যন্ত প্রচার কর্মসূচি হয়। এর পর কল্যাণী জেএনএম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এমার্জেন্সি গেটে চিকিৎসক, ছাত্র, সাধারণ মানুষ অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হন। ৫ জনের একটি প্রতিনিধিদল হাসপাতালের সুপারকে ডেপুটেশন দেয়। সুপার দাবিগুলির যথার্থতা স্বীকার করে তা পূরণের আশ্বাস দেন।

হাওড়ায় ওয়াটার ক্যারিয়ার সুইপারদের ডেপুটেশন

রাজ্য সরকারের গ্রুপ-ডি সংক্রান্ত নির্দেশ কার্যকরী করা, বকেয়া বেতন মেটানো, নিয়োগ সংক্রান্ত কিছু সমস্যা সমাধান সহ নানা দাবিতে ২১ আগস্ট ওয়াটার ক্যারিয়ার সুইপার ইউনিয়নের পক্ষ থেকে হাওড়া সদর এসডিএলআর অফিস এবং হাওড়া ডিএলআরও অফিসে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। নেতৃত্ব দেন বিভিন্ন ব্লক থেকে আসা কর্মবন্ধু ও ইউনিয়নের জেলা সম্পাদক শ্যামল মাইতি, সভাপতি অসিত মালিক। উপস্থিত ছিলেন এ আই ইউ টি ইউ সি শ্রমিক সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য নিখিল বেরা। আধিকারিকরা দ্রুত গ্রুপ-ডি নিয়োগ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য রাজ্যে পাঠানো ও বকেয়া বেতন মেটানোর আশ্বাস দেন।

পুঁজিপতিদের হাতেই অরণ্যের অধিকার

একের পাতার পর

হয়। ওড়িশার ভুবনেশ্বরে রাজভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখানো হয়। ময়ূরভঞ্জ, কেওনঝর, সুন্দরগড়, কোরাপুট প্রভৃতি জেলার বিভিন্ন স্থানে

গুয়াহাটি, আসাম

বিক্ষোভ দেখানো হয়। পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর সহ বিভিন্ন জেলাতে বিক্ষোভ কর্মসূচি হয়। বিহারের মুঙ্গের জেলার জঙ্গলসংলগ্ন এলাকা হাভেলি খড়গপুরে বিক্ষোভ হয়। ঝাড়খণ্ডের দক্ষিণে পূর্ব সিংভূম জেলা থেকে শুরু করে বোকারো এবং প্রত্যন্ত উত্তরে গোড্ডাতে প্রতিবাদ কর্মসূচি হয়। আসামের গুয়াহাটি ও ত্রিপুরার আগরতলাতেও প্রতিবাদ দিবসের কর্মসূচি পালিত হয়। কর্ণাটকের মাইসোর জেলাতে প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়। গুজরাটের ডাঙ জেলাতেও এই কর্মসূচি পালিত হয়। দাবি তোলা হয়, বন সংরক্ষণ (সংশোধনী) আইন-২০২৩ ও বন সংরক্ষণ রুল-২০২২ অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে। অরণ্যের অধিকার আইন-২০০৬ পূর্ণরূপে ও যথাযথ ভাবে চালু করতে হবে। রাষ্ট্রপতির উদ্দেশে লিখিত এই সব দাবি সংবলিত স্মারকলিপি স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে পাঠানো হয়। একই সঙ্গে অল ইন্ডিয়া জন অধিকার সুরক্ষা কমিটি দেশ জুড়ে উপরোক্ত দাবি সংবলিত স্মারকলিপি পোস্টকার্ডের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির কাছে

মাইসোর, কর্ণাটক

মুঙ্গের, বিহার

পাঠানোর কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। কমিটির পক্ষ থেকে ধারাবাহিকভাবে এই আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার কথাও ঘোষণা করা হয়। নেতৃবৃন্দ বলেন, দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত বিভিন্ন প্রক্রিয়াতে এই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং ক্রমশ শক্তিশালী করে গড়ে তোলা হবে।

বিড়ি শ্রমিক কল্যাণে বরাদ্দ বৃদ্ধির দাবি

ভারতের ১ কোটি বিড়ি শ্রমিকের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে রয়েছেন ২৩ লক্ষ। অনেক আন্দোলনের ফলে ১৯৭৬ সালে লোকসভায় পাস হওয়া বিড়ি শ্রমিক কল্যাণ আইনে শ্রমিকদের কল্যাণ প্রকল্পের জন্য মালিকদের কাছ থেকে হাজার বিড়ি প্রতি ৫ টাকা সেস সংগ্রহের ব্যবস্থা হয়েছিল। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার বিড়ি শিল্পে সেস তুলে দিয়ে জিএসটি চালু করে সরকারের আয় তিন গুণ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু বিড়ি শ্রমিকদের কল্যাণ প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকারি বরাদ্দ খুবই সামান্য। ফলে টাকার অভাবে এই প্রকল্পের বহু কাজ বন্ধ।

বিড়ি শ্রমিকদের সন্তানদের পড়ার জন্য স্কলারশিপের টাকা বন্ধ ২০২০ সাল থেকে। গৃহ নির্মাণ প্রকল্পের টাকা বাকি ২০১৭ সাল থেকে। এর মধ্যে হঠাৎ কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত বিড়ি শ্রমিক সংগঠনগুলির সঙ্গে আলোচনা না করে কলকাতার বিড়ি শ্রমিক কল্যাণ দপ্তর জেলায় জেলায় তাদের মেডিকেল ইউনিটের মাধ্যমে বিড়ি শ্রমিকদের কাছ থেকে সরকারি শ্রমিক কার্ড, ই-শ্রম কার্ড ও আধার কার্ডের জেরক্স সংগ্রহ শুরু করায় বহু জেলায় বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এই সমস্যা সমাধানের দাবিতে ১৬ আগস্ট এআইইউটিইউসি অনুমোদিত বিড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে কলকাতায় নিজাম প্যালেসে বিড়ি শ্রমিক কল্যাণ দপ্তরে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। সংগঠনের সভাপতি অশোক দাসের নেতৃত্বে প্রবীর দে, সনাতন দাস ও চন্দ্রমোহন মানিক স্মারকলিপি পেশ করেন।

বন্ধ সব রুটে ট্রাম চালু করতে হবে

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) কলকাতা জেলা সম্পাদক সুব্রত গৌড়ী ২০ আগস্ট এক প্রেস বিবৃতিতে জানান,

মাত্র চারটি রুট চালু রেখে বাকি সব ট্রাম রুট তুলে দেওয়ার যে সিদ্ধান্তের কথা কলকাতার মেয়র গতকাল পুরসভার

ট্রাম রক্ষার দাবিতে এস ইউ সি আই (সি)-র বিক্ষোভ। ফাইল ছবি

মাসিক অধিবেশনে ঘোষণা করেছেন আমরা তার তীব্র প্রতিবাদ করছি। আমরা মনে করি, চারটি রুট চালু রাখার কথা বলা আসলে হেরিটেজ আইন বাঁচিয়ে শহরে বাকি সব রুট থেকে ট্রামকে তুলে দেওয়ার ধূর্ত কৌশল ছাড়া আর কিছুই নয়। হাইকোর্টের নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও মেয়র কী ভাবে শহর থেকে ট্রাম তুলে দেওয়ার কথা পুনরায় ঘোষণা করলেন তাও আমাদের অবাক করেছে। শহর থেকে ট্রাম তুলে দিতে মেয়র যে ভাবে ট্রাফিক জ্যামের অজুহাত তুলে ট্রামকেই দায়ী করেছেন আমরা মনে করি তা-ও ঠিক নয়। তিনি বলেন, ট্রাফিক জ্যামের সঠিক কারণগুলি খতিয়ে দেখতে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হোক এবং তাঁদের মতামতের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়া হোক। আমরা মনে করি, ট্রামকে শহর ছাড়া করার পিছনে ডিপোগুলি সহ ট্রামের বিপুল সম্পত্তি বিক্রির ষড়যন্ত্রও কাজ করছে।

তিনি বলেন, শহর থেকে ট্রাম তুলে দেওয়ার কোনও অপচেষ্টাকে কলকাতার নাগরিকরা মানবে না। শহরের সমস্ত রুটে ট্রাম চালু রাখার দাবিতে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দীর্ঘদিন ধরেই আন্দোলন চালিয়ে আসছে। এই আন্দোলনকে আরও জোরদার করতে আমরা আরও উদ্যোগ নিচ্ছি। দূষণহীন এই যান চালু রাখতে এই আন্দোলনে সব স্তরের নাগরিকদের এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

সফল চন্দ্রাভিযান

পূর্বসূরী বিজ্ঞানীদের অবদান যেন ভুলে না যাই

বিজ্ঞানীদের সৌজন্যে কল্পজগতের সীমানা ভেঙে চাঁদ এখন মানুষের হাতের মুঠোয়। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা 'ইসরো'-র বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীরা, যাঁদের অক্লান্ত গবেষণা ও কঠিন পরিশ্রমে চন্দ্রযান-৩ চাঁদে সফল ভাবে অবতরণ করতে পারল, তাঁদের সকলকে অভিনন্দন।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, চাঁদের দক্ষিণ মেরু সম্পর্কে চন্দ্রযান-৩ যে সব বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করবে তা থেকে চাঁদের জন্ম, গঠন, তার খনিগর্ভের সম্পদ ইত্যাদি নানা বিষয় সম্পর্কে জানা যাবে। এই অভিযান নিশ্চয় পৃথিবীর ইতিহাস ও বিবর্তন সংক্রান্ত অজানা বিষয়গুলি সম্পর্কে গবেষণাতেও সাহায্য করবে এবং তরুণ বিজ্ঞানীদের মহাকাশ গবেষণায় অনুপ্রাণিত করবে।

চন্দ্র অভিযানের এই সাফল্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও এই সাফল্য সম্পর্কে অনেকের মধ্যেই একটা সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী মনোভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মনে রাখা দরকার, যে জ্ঞান কাজে লাগিয়ে এই সাফল্য ভারত পেল, সেই জ্ঞান সৃষ্টির পিছনে রয়েছে গোটা পৃথিবীর অসংখ্য মানুষের সংগ্রাম। বিশ্ব জুড়ে বিজ্ঞানীরা যুগ যুগ ধরে বস্তুজগতের নিয়মগুলি জানতে ও প্রয়োগ করতে যে কঠিন পরিশ্রম করে চলেছেন, তা-ই এই জ্ঞানের উৎস। ভারতীয় বিজ্ঞানীদের চন্দ্র অভিযানের এই সাফল্য উদযাপন করতে গিয়ে পূর্বসূরী দেশবিদেশের এই বিজ্ঞানীদের অবদান অবশ্যই সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করতে হবে।

ভারতের এই সফল চন্দ্রাভিযান স্বাভাবিক ভাবেই গোটা বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারে নতুন অবদান রাখল। পাশাপাশি দেখিয়ে গেল, মানবজাতির কল্যাণের লক্ষ্যে বিজ্ঞানকে ব্যবহার করলে মানুষের অর্জিত জ্ঞান, অধ্যবসায়, কর্মদক্ষতা ও প্রচেষ্টা কী অসাধ্যসাধনই না করতে পারে!

বিজ্ঞানের এই জয়যাত্রায় মানুষ যখন মুগ্ধ, বিস্মিত, ঠিক সেই সময়ে, গত ২৩ আগস্ট মধ্যপ্রদেশে এক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ দিতে গিয়ে স্বয়ং ইসরো চেয়ারম্যান অনৈতিহাসিক ও অবৈজ্ঞানিক এমন এক মন্তব্য করেছেন, যা এ হেন পদে অধিষ্ঠিত একজনের কাছ থেকে আশাই করা যায় না। তিনি বলেছেন, বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও সূত্রাবলির উৎস হল বেদ। বিমানবিদ্যার বৈজ্ঞানিক নিয়ম, মহাবিশ্বের গঠন সহ আধুনিক নানা ধারণা, সবই নাকি বেদে আছে। সাধারণ বুদ্ধিতেই বোঝা যায়, বেদের যুগে, বিজ্ঞান যখন তন্ত্রমন্ত্র ও প্রকৃতি-উপাসনার স্তরে, সেই সময়ে আধুনিক বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও সূত্র আবিষ্কার করা বাস্তবেই সম্ভব ছিল না। কারণ, তার বাস্তব ভিত্তিটুকুও তখন তৈরি হয়ে ওঠেনি। ইসরো চেয়ারম্যান এমন মন্তব্য করে ক্ষমতাসীন হিন্দুত্ববাদী শাসকদের প্রীতিলাভে হয়ত সফল হয়েছেন, কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার পথে তাঁর এই মন্তব্য অবশ্যই বাধা সৃষ্টি করবে, যা মানবকল্যাণের প্রবল অন্তরায়।

চন্দ্রযানের সাফল্যের কারিগররা ১৮ মাস বেতনহীন

সমস্ত উৎকণ্ঠা, অনিশ্চয়তা দূর করে ২৩ আগস্ট চন্দ্রযান-৩ চাঁদের মাটিতে সফল ভাবে অবতরণ করেছে। কিন্তু বরাবরই চাঁদের দক্ষিণ মেরু মানুষের কাছে অজানাই থেকে গেছে। চন্দ্রযান-৩-এর সাফল্য এখানেই যে এই প্রথমবার চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে কোনও নভযানের সফল অবতরণ হয়েছে। তাই এই চন্দ্রাভিযান ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ।

চন্দ্রযান-৩-এর সফল অবতরণের ফলে গোটা দেশেই উচ্ছ্বাস এবং আনন্দের বাতাবরণ। কিন্তু এই আনন্দের দিনেও চোখে জল রাঁচির 'হেভি ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন' (এইচইসি)-র ২৫০০ কর্মীর। এই কর্মীরাই দিন-রাত এক করে বানিয়েছেন চন্দ্রযান-৩-এর বিভিন্ন জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ। চন্দ্রযান-৩-এ ব্যবহৃত মোবাইল লঞ্চিং প্যাড, স্লাইডিং দরজা, ক্রেন তৈরি করেছেন তাঁরাই। অথচ চরম দারিদ্রের মধ্যে দিনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন সংস্থার কর্মীরা। ১৮ মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না সংস্থায় কর্মরত আধিকারিক, ইঞ্জিনিয়ার, টেকনিশিয়ান ও অন্যান্য কর্মীরা। চরম আর্থিক সংকটের কবলে পড়ে কর্মীদের অনেকেই বাধ্য হচ্ছেন অন্য পেশা বেছে নিতে। কেউ বিক্রি করছেন চা, কেউ ফল-সবজি আবার কেউ আখের রস বিক্রি করছেন সংসার চালাতে। অর্থের অভাবে অনেকেরই ছেলে-মেয়ের স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়েছে। অনেকে তাদের বৃদ্ধ বাবা-মার চিকিৎসার খরচ জোগাড় করতে পারছেন না। বিনা চিকিৎসায় প্রিয়জনদের মৃত্যুও দেখতে হয়েছে কয়েকজনকে। দেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি থেকে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান সকলের কাছেই চিঠি লেখা হয়েছে সংস্থার পক্ষ থেকে। কিন্তু সমাধান কিংবা আশ্বাস কোনওটাই মেলেনি। চন্দ্রযান-৩ এর সফল অবতরণের পর আশায় বুক বেঁধেছেন সংস্থার কর্মীরা। তবে এখনও পর্যন্ত সরকারি তরফে কোনও আশার কথা শোনা যায়নি। এই অবস্থায় সংস্থার কর্মীরা ঠিক করেছেন আগামী সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে সরকারের তরফ থেকে কোনও সুরাহা করা না হলে তাঁরা নিজেদের পরিবার ও অন্যান্য সহযোগী সংগঠনকে সাথে নিয়ে রাজভবন ঘেরাও করবেন এবং বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাবেন। চন্দ্রযান-৩-এর সাফল্য যেমন দেশবাসী হিসেবে আমাদের গর্বিত করে একই ভাবে এই চন্দ্রযান তৈরির যারা কারিগর তাদের ১৮ মাস বেতনহীন যন্ত্রণার ছবি আমাদের লজ্জা দেয়।

শহিদ স্মরণ রঘুনাথপুরে

১৯৮৩ সালের ১৯ আগস্ট বাসভাড়া বৃদ্ধিবিরোধী আন্দোলনে উত্তাল হয়েছিল সারা রাজ্যের সাথে পুরুলিয়া জেলার রঘুনাথপুর শহর। এই আন্দোলনে তৎকালীন সিপিএম সরকারের পুলিশের গুলিতে শহিদ হয়েছিলেন কমরেড হাবুল রজক এবং কমরেড শোভারাম মোদক। এই বছর ১৯ আগস্ট এস ইউ সি আই (সি) পুরুলিয়া উত্তর জেলা সাংগঠনিক কমিটির উদ্যোগে রঘুনাথপুরের বরাকর রোডে অবস্থিত শহিদ বেদির পাশে শহিদ স্মরণ অনুষ্ঠান হয়। সভায় দলের জেলা সম্পাদক কমরেড লক্ষ্মীনারায়ণ সিনহা দিনটির তাৎপর্য তুলে ধরেন। শহিদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এই সভা থেকে আগামী দিনে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়। এই কর্মসূচিতে দলীয় কর্মী-সমর্থক ছাড়াও বহু সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

ইটাহারে কৃষক আন্দোলন

উত্তর দিনাজপুরে এআইকেকেএমএস ইটাহার ব্লক কমিটির পক্ষ থেকে ইটাহারের বিডিও এবং ব্লক কৃষি আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয় ২২ আগস্ট। দেড় শতাধিক মানুষের স্লোগান মুখরিত একটি মিছিল ইটাহার শহর পরিক্রমা করে। দাবি ছিল, সারের কালোবাজারি বন্ধ করে ন্যায্য মূল্যে (এমআরপিতে) সকল কৃষককে দিতে হবে, ফসল বিক্রির সময় কোনওরকম ধলতা নেওয়া চলবে না, গোড়াহার গ্রামে শিলাবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের অবিলম্বে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, ফসলের দাম চাষের খরচের দেড় গুণ করতে হবে। সমস্ত ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ঘোষণা করতে হবে।

দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করেন বিডিও। পর দিন বিডিও জানান এমআরপি রেটে সার বিক্রি নিশ্চিত করা হবে। সঠিক দামে সর্বত্র সার বিক্রি শুরু হতে আন্দোলনের জয়ে উৎসাহিত কৃষকরা গ্রামে গ্রামে এআইকেকেএমএসের কমিটি তৈরির উদ্যোগ নিচ্ছেন।

ব্রিগেড থেকে

ছোট ফুলের সুগন্ধ

মুর্শিদাবাদ জেলায় এক রেজিস্ট্রি অফিসে ব্রিগেডের প্রচার নিয়ে গিয়েছিলেন দলের এক কর্মী। কপি রাইটারদের একটি বামপন্থী সংগঠনের সম্পাদকের কাছে গিয়ে যখন তিনি বলতে শুরু করলেন যে, '৫ আগস্ট আমাদের ...।' কথা শেষ করতে না দিয়েই ওই ব্যক্তি বলে ওঠেন, 'শিবদাস ঘোষের জন্মশতবর্ষে ব্রিগেড সমাবেশ— ২৬টি রাজ্য থেকে আপনাদের কমরেডরা আসবেন, বিদেশ থেকেও প্রতিনিধি আসছেন— তাই তো?' কর্মীটি বলেন, ঠিক তাই। কিন্তু এত বড় কর্মসূচি, অথচ আমাদের না আছে এমএলএ-এমপি, না আছে টাকা-পয়সা। আপনারাই একমাত্র ভরসা। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, কিছু না থাকুক, একটা ছোট ফুল যেমন তার সুগন্ধ চতুর্দিকে ছড়িয়ে সবাইকে মুগ্ধ করে আপনাদের দলটিও ঠিক সেই রকম। এর পর তিনিই উদ্যোগ নিয়ে সবার কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে দেন।

সন্তানকে আনা উচিত ছিল

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক কৃতী ছাত্রী, বর্তমানে অধ্যাপিকা, ব্রিগেডে এসেছিলেন। গোটা ব্রিগেড ঘুরে দেখেছেন। পরে এক কর্মীকে বললেন, 'নিজের সন্তানকে আনা উচিত ছিল। একটা বড় আদর্শের টানে, এক জন বড় মানুষের টানে কেমন করে এত মানুষ শত কষ্ট উপেক্ষা করে এসেছেন! খালি পায়ে, অভুক্ত অবস্থায় কিন্তু হাসি মুখে এক স্বপ্ন নিয়ে সবাই উপস্থিত— এটা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া অভিভাবক হিসাবে আমাদের দায়িত্ব।' বললেন, এই সমাবেশ একটা শিক্ষা দিয়ে গেল।

গভীর রাজনৈতিক বিশ্লেষণ

এক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিত্র পরিচালক ব্রিগেডে দীর্ঘ সময় কমরেড প্রভাস ঘোষের বক্তব্য শোনার পর বলেন, এটা তো নিছক বক্তৃতা নয়, একটা গভীর রাজনৈতিক বিশ্লেষণ। তিনি কমরেড শিবদাস ঘোষের জীবনের উপর প্রদর্শনী দেখে আবেগের সাথে বলেন, 'এই বড় মানুষের মৃত্যু হয় না, হতে পারে না। লক্ষ লক্ষ নতুন প্রাণে কেমন করে ওনার আদর্শ, ওনার শিক্ষা সঞ্চারিত হচ্ছে! এটা ইতিহাসের এক অধ্যায়।' সভা শেষে আন্তর্জাতিক সঙ্গীত চলার সময় আবেগে তাঁর দু'চোখ বেয়ে নামল জলের ধারা।

পাঠকের মতামত

র‍্যাগিং ঃ অন্য অভিজ্ঞতা

সালটা ১৯৮৯। জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় চান্স পেয়ে ভর্তি হতে গেছি কলকাতা মেডিকেল কলেজে। ক্যাশ কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে একটা একশো টাকার নোট ঠোঁটে চেপে ধরে সবে টাকা জমা করার স্লিপটা পূরণ করছি। হঠাৎ পেছন থেকে লম্বা চেহারার একজন এসে আমাকে মৃদু ভৎর্সনা করে বললেন, 'এই দেখো কাণ্ড, টাকা কেউ মুখে দেয়'! হকচকিয়ে গেলাম। আবার কেমন যেন একটা অনুভূতি জাগলো, মনে হল উনি যেন কতদিনের চেনা, কত আপনার জন, কাছের মানুষ। পরে যখন জানতে পারলাম উনি মেডিকেল কলেজেরই ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র, মনটা কেমন হালকা হয়ে গেল। আগে শুনেছি, মেডিকেল কলেজে, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে নবাগতদের স্মার্ট করা, নতুন পরিবেশের উপযুক্ত করে তোলার নামে র‍্যাগিং করা হয়, যা কিছু ক্ষেত্রে শারীরিক নির্যাতনের পর্যায়েও গিয়ে পৌঁছয়। ওই দাদার ব্যবহারে তো তার উল্টো রীতিই ফুটে উঠল! পরে আস্তে আস্তে উনি ওই রকমই আরও অনেক দাদার সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তাঁরা কেউ আমার হোস্টেলের ঘর ঠিক করে দিলেন। কেউ বইপত্র সব জোগাড় করে দিলেন। যে সাহায্যগুলো না পেলে আমার মতো হতদরিদ্র পরিবারের এক ছাত্রের পক্ষে মেডিকেল কলেজের পড়া চালিয়ে যাওয়া কোনও ভাবেই সে সময় সম্ভব হত না।

সেদিন তাঁরা বড় মানুষদের জীবন সংগ্রামের কথা শোনাতেন। 'হত্যা ও ব্যাভিচারে ভরা এই পৃথিবীতে, প্রতিবাদহীন কণ্ঠে আমি বাঁচতে চাই না'— আন্তর্জাতিকতাবাদী চিকিৎসক ডাঃ নর্মান বেথুনের এই কথা তাঁদের কাছেই আমি প্রথম শুনি। তাঁরা বলতেন, বিজ্ঞানী, পথিকৃৎ চিকিৎসকদের সত্যানুসন্ধানের কাহিনী। এসব কথা শুনতে শুনতে কখন যে রাত ভোর হয়ে যেত, বুঝতেই পারতাম না। ওই সব দাদাদের তত্ত্বাবধানে কলেজে, হোস্টেলে বিদ্যাসাগর থেকে শরৎচন্দ্র, ক্ষুদিরাম থেকে নেতাজি সবার জন্মদিন, মৃত্যুদিন আমরা পালন করেছি।

সেদিন অনেকে বলেছেন, ডাক্তারি পড়তে এসে আবার এ সব কী! কিন্তু পড়াশুনার ঘাটতি তো কিছু ছিল না। পিছিয়ে পড়লে দাদারা, কলেজের শিক্ষকরা সন্ধ্যেবেলায়, এমনকি রাত জেগেও আমাদের অ্যানাটমি থেকে সার্জারি সবই হাতে ধরে শিখিয়েও দিয়েছেন। তার জন্যেই হয়ত আজ আমাদের সমসাময়িক অনেকেই দেশে এবং বিদেশে প্রথিতযশা চিকিৎসক হয়েও চিকিৎসা পেশাকে বিকিয়ে দেননি। চিকিৎসা বিজ্ঞানকে মুনাফা অর্জনের স্বার্থে ব্যবহার না করে মানবকল্যাণে প্রয়োগ করে চলেছেন। মেডিকেল এথিক্সের পতাকাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে রেখেছেন।

পরে বুঝেছি, ওই দাদারা এআইডিএসও সংগঠনের সাথে যুক্ত। সুনির্দিষ্ট ও উন্নত মতাদর্শ ছিল বলেই টাকা রোজগারের হাজারো পথ খোলা থাকা সত্ত্বেও, তাঁরা কখনও মেডিকেল এথিক্সের পতাকাকে ভুলুণ্ঠিত হতে দেননি। আমরাও অনেকেই তাঁদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছি সেদিন। তারপর কত ব্যাচ এল গেল। আমরাও চেষ্টা করেছি দাদাদের দেখানো পথে জুনিয়রদের সাথে স্নেহভরা ব্যবহার করতে। বড় মানুষদের জীবনসংগ্রামকে তাদের সামনে তুলে ধরতে।

পাশ করার প্রায় দু'দশক বাদে মেডিকেল কলেজের হোস্টেলে গিয়ে খানিকটা হতবাকই হয়েছিলাম। সেই চেনা পরিবেশ, সেই চেনা সংস্কৃতির ছাপ আজ যেন কোথায় ম্লান হয়ে গেছে! আজ নির্বাচন না থাকলেও কলেজ জুড়ে হোস্টেল দখলের রাজনীতি রয়েছে। দাদাগিরিও আছে। তাকে কেন্দ্র করে দুই গোষ্ঠীর মারদাঙ্গার ঘটনাও প্রায়ই শোনা যায়। প্রায়ই শোনা যায় আত্মহত্যার কথা। আর শোনা যায় কলকাতা মেডিকেল কলেজ সহ বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে একদল ছাত্র যখন ক্ষুদিরামের শহিদ দিবস কিংবা বিদ্যাসাগরের জন্মদিন পালনের প্রস্তুতি নিচ্ছে, তাদের উপর প্রশাসনের ফতোয়া নেমে আসছে এবং শাসকদলের মদতপুষ্ট আরেক দল মেডিকেল ছাত্র তাদের উপর চড়াও হচ্ছে। যদিও আজও ছাত্ররা, জুনিয়র ডাক্তাররা মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের মতো সংগঠনের ডাকে প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপন্ন মানুষদের সাহায্যের জন্য মেডিকেল টিম তৈরির প্রস্তুতি নেয়। কিন্তু তাদের এই কাজকে আটকানোর জন্য শাসক দলের নির্দেশে এখন প্রশাসন ফতোয়া জারি করে। আমাদের সময় সিনিয়ররা এবং শিক্ষকরা এ কাজে ওষুধ দিয়ে, টাকা দিয়ে টিমকে সাজিয়ে দিতেন। আজ হাতে গোনা কিছুজন মাত্র সে কাজে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। পরিস্থিতির অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। যুক্তির জায়গা দখল করেছে গায়ের জোরের রাজনীতি। কলেজে কলেজে মদ, গাঁজা, জুয়া, ব্লু-ফিল্মের অধঃপতিত সংস্কৃতি মাথা তুলছে। তার বলি হচ্ছে ছাত্রছাত্রীরা। মানবিকতার স্বার্থে একে হঠাতে হবে। আবারও ফেরাতে হবে বিদ্যাসাগর, ক্ষুদিরাম, শরৎচন্দ্র, নেতাজিদের চর্চা, যুক্তিবাদের সংস্কৃতি।

ডাঃ সজল বিশ্বাস
উত্তর ২৪ পরগণা

পিজি হোস্টেল ঃ সিনিয়ররা প্রকৃত অর্থেই জুনিয়রদের পাশে দাঁড়াতেন

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এক নবাগত ছাত্রের মর্মান্তিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে র‍্যাগিংয়ের বিষয়টি এখন আলোচনার শিরোনামে। গণমাধ্যমের বিভিন্ন লেখা, রিপোর্টে অন্যান্য কলেজ, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা র‍্যাগিংয়ের ঘটনা উঠে আসছে। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ শিউরে উঠে ভাবছেন, এই ভয়ঙ্কর জিনিস কি তা হলে চলতেই থাকবে? যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হওয়া উচিত আনন্দের পরিসর, নির্ভরতার জায়গা, সেখানে নবাগত শিক্ষার্থীদের সর্বক্ষণ চলতে হবে অপদস্থ হওয়ার, এমনকি মারাত্মক শারীরিক-মানসিক নির্যাতনের ভয় নিয়ে? এই প্রসঙ্গে আমার ছাত্রজীবনের কিছু অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়া জরুরি মনে হল।

২০০৩-০৪ সালে আইপিজিএমইআর ও এসএসকেএম হাসপাতালে এমবিবিএস কোর্স শুরু হয়। শুরুর পথ মসৃণ ছিল না। তৎকালীন সিপিএম সরকার এনআরআই ক্যাপিটেশন ফি-র নাম করে সরকারি কলেজের সিট অনাবাসী ভারতীয়দের কাছে বিপুল দামে বিক্রি করছিল। তার বিরুদ্ধে গড়ে ওঠে ছাত্র আন্দোলন। এআইডিএসও-র নেতৃত্বে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের সেই ন্যায়সঙ্গত আন্দোলন জয়লাভ করে।

জয়ী ছাত্রছাত্রীরা কলেজে ভর্তি হওয়ার পর ঠিক করে, ক্যাম্পাসে সুস্থ পরিবেশ বজায় রাখতে হবে, র‍্যাগিং সম্পূর্ণ নির্মূল করতে হবে। তৎকালীন শাসক দলের ছাত্র সংগঠন এসএফআই প্রায়শই 'ইন্ট্রো' নাম দিয়ে র‍্যাগিং করার সুযোগ খুঁজত। কিন্তু এআইডিএসও ছাত্র সংগঠন শুধু এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে তাই নয়, বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মসূচির মাধ্যমে সুস্থ সংস্কৃতির চর্চা চালিয়ে গেছে।

কলেজ-হোস্টেলে সুস্থ পরিবেশ ধরে রাখার ধারাবাহিক লড়াইয়ের সাথেই দাবি ওঠে, কলেজে ছাত্র সংসদ নির্বাচন চাই এবং প্রায় পাঁচ বছর লাগাতার আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে ২০০৯ সালে আইপিজিএমইআর ও এসএসকেএম হাসপাতালে প্রথম ছাত্র সংসদ আইপিজিএমইআরএসইউ গড়ে ওঠে। এআইডিএসও-র নেতৃত্বে ছাত্রছাত্রীরা জয়যুক্ত হয়। এই ধারাবাহিকতাতেই ২০০৯-২০১০-২০১১ সালে আইপিজিএমআর-এ পুরো ক্যাম্পাস প্রায় র‍্যাগিংমুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিল এআইডিএসও পরিচালিত ছাত্র সংসদ। ১০০ শতাংশ না হলেও প্রায় ৯৫ শতাংশ র‍্যাগিংমুক্ত ক্যাম্পাস হিসেবে বিবেচিত হত পিজি হাসপাতাল। যাদবপুরের ঘটনার পর পিজি হাসপাতালের বিভিন্ন প্রাক্তনীর লেখা, ফেসবুক পোস্টেও এই সময়ের সুস্থ, পরিণত ক্যাম্পাসের কথা উঠে এসেছে, যেখানে সিনিয়ররা শুধুমাত্র র‍্যাগিংই আটকাতেন না, প্রকৃত অর্থেই জুনিয়রদের পাশে দাঁড়াতেন। ২০১২ সাল থেকে রাজ্য সরকার নির্বাচন করতে না দেওয়ায় পিজি কলেজ হোস্টেলে পরিবেশ রক্ষার লড়াই কিছুটা ম্রিয়মাণ হয়, কিন্তু র‍্যাগিংয়ের বিরুদ্ধে লড়াই জারি থাকে।

আজ ২০২৩ সালে যাদবপুরের ভয়াবহ ঘটনা এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে র‍্যাগিংয়ের অবস্থা দেখে খুব ভারাক্রান্ত হৃদয়ে লিখতে বাধ্য হচ্ছি যে, সেই সময় পিজি হাসপাতাল এবং কলেজ-হোস্টেলকে র‍্যাগিংমুক্ত করার লড়াই আমরা লড়তে পেরেছিলাম একমাত্র নীতি-আদর্শভিত্তিক রাজনীতির চর্চার দ্বারাই।

সেই ভাবেই আজও ক্ষমতার রাজনীতির বৃত্তের বাইরে সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও রাজনৈতিক লড়াই গড়ে তোলা জরুরি, যা মনুষ্যত্বের চর্চা করবে, মনকে সংবেদনশীল করবে। একমাত্র এই পথেই র‍্যাগিং নামক ভয়াবহ ব্যাধি দূর করা সম্ভব।

ডাঃ কবিউল হক
কলকাতা -৭০০১০৬

যাদবপুরে ছাত্রমৃত্যু ঃ রাজ্য সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অপরাধমূলক অবহেলার ফল

যাদবপুরের র‍্যাগিং কাণ্ড প্রসঙ্গে এস ইউ সি আই (সি) রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ১৬ আগস্ট শিক্ষামন্ত্রীর উদ্দেশে পাঠানো এক চিঠিতে বলেন, যাদবপুরের মতো দেশের প্রথম সারির একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে র‍্যাগিংয়ের শিকার হয়ে প্রথম বর্ষের ছাত্রের মৃত্যুর ঘটনা গোটা দেশের মনকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়ে গেছে। প্রখ্যাত এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন ঘটনা কেমন করে ঘটতে পারল তা ভেবে আমরা বিস্মিত।

তিনি বলেন, বছরের পর বছর ধরেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন ঘটনা ঘটে আসছে, যা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের না জানার কথা নয়। র‍্যাগিং বন্ধে সুপ্রিম কোর্ট এবং ইউজিসি-র সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন মেনে অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটি ও অ্যান্টি র‍্যাগিং স্কোয়াড গঠন, প্রথম বর্ষের ছাত্রদের আলাদা ছাত্রাবাসে রাখা, ভর্তির পর পরই জুনিয়র ও সিনিয়র ছাত্রদের নিয়ে যুক্তভাবে র‍্যাগিং সম্পর্কে সচেতন করা ও তাদের মেলামেশার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি করতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ ব্যর্থ না হলে এই ছাত্রের মৃত্যু হত না। একে অপরাধমূলক অবহেলা ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে? রাজ্য সরকারও এই ঘটনার দায় এড়াতে পারে না।

তিনি আরও বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী উপাচার্য না থাকার ফলে এমন ঘটনা ঘটেছে এ কথাও গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ গত মে মাস পর্যন্ত উপাচার্য ছিলেন। আবার স্থায়ী উপাচার্য না থাকার ফলে যদি কোনও অসুবিধা হয়ে থাকে তার জন্য রাজ্যপাল ও রাজ্য সরকার দায়ী। কেন্দ্র ও রাজ্যের শাসকদলের মধ্যে কে রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি নিয়ন্ত্রণ করবে সেই দড়ি টানাটানির ফলে রাজ্যের অনেকগুলি বিশ্ববিদ্যালয় স্থায়ী উপাচার্যহীন অবস্থায় রয়েছে। ঘটনাপ্রবাহ থেকে লক্ষ করা যাচ্ছে, র‍্যাগিংয়ের ফলেই যে ছাত্রটির মৃত্যু হয়েছে তা ধামাচাপা দেওয়ার অপচেষ্টা চলছে। এর তীব্র নিন্দা করেন তিনি।

চিঠিতে তিনি দাবি করেন, দ্রুত তদন্ত শেষ করে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে, র‍্যাগিং প্রতিরোধে সুপ্রিম কোর্ট ও ইউজিসির সুপারিশ বিশ্ববিদ্যালয়কে কার্যকর করতে হবে, রাজ্যের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে র‍্যাগিংয়ের মতো অসামাজিক ও অপরাধমূলক কাজ বন্ধের জন্য বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ, শিল্পীদের নিয়ে কমিটি গঠন করে প্রচারমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

মিজোরামে ২৫ জন পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু দোষীদের শাস্তির দাবি

মিজোরামের কুরুং নদীর নির্মীয়মান রেল সেতুর ইস্পাতের প্রধান কাঠামো ভেঙে পড়ে মালদা জেলার ২৩ জন সহ ২৫ জন শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করে এস ইউ সি আই (সি)-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ২৪ আগস্ট এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন, কুরুং নদীর উপর নির্মীয়মান রেল সেতুর উপর দুর্ঘটনায় এত জন পরিযায়ী শ্রমিকের বেদনাদায়ক মৃত্যু প্রমাণ করল, বৃহৎ নির্মাণসংস্থাগুলি কর্মস্থলে শ্রমিকদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার ব্যাপারে কতটা দায়িত্বজ্ঞানহীন। কেবল মুনাফার লোভে সুরক্ষা সংক্রান্ত পরিযায়ী শ্রমিক আইন-১৯৭৯-কে নিষ্ক্রিয় করে রাখার ফলে বারবার এমন ঘটনা ঘটছে। গত বছর মণিপুরে রেললাইন পাততে গিয়ে ৬০ জন পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু ঘটেছিল। কেন্দ্রীয় সরকার এই নির্মাণসংস্থাগুলিকে আইন মানতে বাধ্য না করে নিহতদের পরিবারবর্গকে কেবল ২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়ে দায়িত্ব সারতে চাইছে। নিহতদের পরিবারের প্রতি এ আচরণ অত্যন্ত হৃদয়হীন। এমন পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারও দায়সারাভাবে ১০০ দিনের কাজের টাকা না দেওয়ার অজুহাত তুলে কেন্দ্রকে দোষারোপ করেছে। এই চাপান-উতোর চলতেই থাকে। রাজ্যে কেন শ্রমিকরা কাজ পান না, তার সঠিক কারণ না দেখে গতকাল মুখ্যমন্ত্রী ঋণ নিয়ে এঁরা কেন চা-বিস্কুট, ঘুগনি, পাউরুটি, চপ বানানোর দোকান খুলছেন না, তা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছেন রাজ্যের অর্থনীতি এগিয়ে চলেছে। আমরা দুই সরকারের এই হৃদয়হীন আচরণের তীব্র নিন্দা করছি এবং দাবি করছি— অতি দ্রুত মিজোরামের এই ঘটনার উপযুক্ত তদন্ত করে দোষীদের চরম শাস্তি দিতে হবে, মৃতদের পরিবার পিছু একজনের স্থায়ী চাকরি এবং পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। নির্মাণসংস্থাগুলিকে পরিযায়ী শ্রমিক আইন-১৯৭৯ মানতে বাধ্য করতে হবে। দলের মালদা জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ২৪ আগস্ট শোকবেদি স্থাপন করে মৃতদের শ্রদ্ধা জানিয়ে মাল্যদান করা হয় এবং পরদিন শোকগ্রস্ত পরিবারগুলির সাথে দেখা করে সমবেদনা জানানো হয়।

অল ইন্ডিয়া মাইগ্র্যান্ট ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক জয়ন্ত সাহা গভীর দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, পরিযায়ী শ্রমিক আইন-১৯৭৯কে গুরুত্ব সহকারে বাস্তবায়িত করতে হবে এবং পরিযায়ী শ্রমিকদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার পরই যে কোনও নির্মাণ কাজ শুরু করতে হবে। আমরা সংগঠনের পক্ষ থেকে রাজ্যের সমস্ত পরিযায়ী শ্রমিক সহ সর্বস্তরের শ্রমজীবী ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সাধারণ মানুষের কাছে এই দাবিতে তীব্র ধারাবাহিক আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

সর্বদলীয় বৈঠকে এস ইউ সি আই (সি)-র বক্তব্য

একের পাতার পর

ইত্যাদির মাধ্যমে। অথচ, ওই দিনটির সাথে যুক্ত ছিল দেশভাগের বীভৎস স্মৃতি, তার রক্তাক্ত অধ্যায়, অগণিত মানুষের উদ্বাস্তু হওয়ার ব্যথা-বেদনা। এটি ছিল প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভেদমূলক রাজনীতি, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বিষাক্ত মানসিকতাকে উস্কানির উদ্দেশ্যেই এই কর্মসূচি। দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের সঙ্গে আমরাও তার নিন্দা না করে পারিনি। প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় সরকারে অধিষ্ঠিত দলের পূর্বসূরীরা দ্বিজাতি তত্ত্বের নাম করে দেশভাগের পরিকল্পনাকে রূপ দিতে সাহায্য করেছে। এটাই ইতিহাস। হিন্দু মহাসভা মুসলিম লিগ সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত দল এই দ্বিজাতি তত্ত্বের সমর্থক হিসাবে ভূমিকা পালন করেছে। ব্রিটিশের উদ্দেশ্যকে সফল করতে সাহায্য করেছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন তার ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসির অঙ্গ হিসেবে বাংলাকে ভাগ করতে চেয়েছিল। বলেছিল এটা সেটলড ফ্যাক্ট, বাতিল হবে না। বিপরীতে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের মঞ্চ থেকে ডঃ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী বলেছিলেন, আমরা এটাকে আনসেটল করব। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সূচনা করেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯০৮ সালে পাবনায় বেদনাহত চিত্তে তিনি বলেছিলেন, বঙ্গবিভাগের জন্য সমস্ত বাংলাদেশ যেমন বেদনা অনুভব করিয়াছে এবং যেমন দারুণ দুঃখভোগের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছে ভারতবর্ষে এমন বোধহয় আর কখনও হয় নাই। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার বাংলার গৌরবকে পদদলিত করতে চেয়েছিল। আর তার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ রাখিবন্ধনের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাগের চক্রান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সামিল হন। তাঁর সেই গান 'বাংলার মাটি বাংলার জল' গোটা বাংলাকে আন্দোলিত করেছিল। এজরা পাউন্ড বলেছিলেন, এই একটি গানই আন্দোলন গড়ে তুলেছে। বঙ্গ দিবস নির্ধারণ যদি করতেই হয় তা হলে তাই বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের ইতিহাসের দ্বারা সম্পৃক্ত একটি দিনকে নির্ধারণ করা উচিত। এই বঙ্গ ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন বাংলার সীমানা অতিক্রম করেছিল। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছিল। মহাত্মা গান্ধী, লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক, মহামতি গোপালকৃষ্ণ গোখলে বলেছিলেন, বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন বাংলার সীমানা ছাড়িয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের তরঙ্গ সৃষ্টিকারী হিসাবে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। অর্থাৎ, বাংলার আন্দোলন ভারতীয় জাতিসত্তার বিকাশের ভিত্তি রচনার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে।

ফলে, রবীন্দ্রনাথ সহ বাংলা এবং দেশের মনীষীদের সঙ্গে যুক্ত বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন সেদিন সফল হয়েছিল, ডঃ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর কথায় কার্জনের বাংলা ভাগের সেটলড ফ্যাক্ট আনসেটলড হয়েছিল অর্থাৎ ব্রিটিশ সরকারকে মাথা নত করে ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর বঙ্গভঙ্গ রদ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়েছিল। বাংলার যে আন্দোলন সফলতার দ্বারা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছিল, ভারতীয় জাতিসত্তার বিকাশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল সেই ১২ ডিসেম্বরকেই (১৩১৮-র ২৫ অগ্রহায়ণ) একমাত্র বঙ্গদিবস হিসাবে পালন করা যেতে পারে।

অশোকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকের গবেষণায় কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপের প্রতিবাদ

২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে জিততে একাধিক জায়গায় বিজেপির কারচুপি নিয়ে গবেষণা করেছিলেন হরিয়ানার অশোকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক সব্যসাচী দাস। 'ডেমোক্রেসি ব্যাকস্লাইডিং ইন দ্য ওয়ার্ল্ডস লার্জেস্ট ডেমোক্রেসি' শীর্ষক এই গবেষণাপত্র ২৫ জুলাই সোসাল সায়েন্স রিসার্চ নেটওয়ার্কে প্রকাশিত হয়। এর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের গভর্নিং বডি তাঁর গবেষণার যোগ্যতা তদন্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়। প্রতিবাদে অধ্যাপক দাস পদত্যাগ করেন এবং গভর্নিং বডি অত্যন্ত দ্রুততার সাথে তাঁর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করে।

সংবাদমাধ্যম সূত্রে এ কথা জেনে এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক তরুণকান্তি নস্কর ১৯ আগস্ট এক বিবৃতিতে বলেন, এটা শিক্ষাক্ষেত্রে স্বাধিকার হরণের পরিকল্পনা। বিবৃতিতে তিনি বলেন, অধ্যাপক দাস তাঁর গবেষণাপত্রে ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি কী কৌশলে জিতেছিল তা এবং খুব কম মার্জিনে জেতা সিটের ক্ষেত্রে তাদের কারসাজি বস্তুনিষ্ঠ ভাবে বিশ্লেষণ করে দেখান। সে কারণেই তাঁর উপর কোপ পড়েছে। গবেষণার সময় শিক্ষাক্ষেত্রের স্বীকৃত কোনও রীতি-নীতি লঙ্ঘন না করা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ের গভর্নিং বডি অধ্যাপক দাসের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলায় তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সব শিক্ষক শিক্ষাক্ষেত্রের স্বাধিকার নিয়ে সরব হয়েছেন এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের অবাধ গবেষণার অধিকারের পক্ষে দৃঢ় ভাবে দাঁড়িয়েছেন, তাঁদের স্বাগত জানিয়ে সমস্ত শিক্ষকের নিজের গবেষণার বিষয়বস্তু নির্বাচনের অধিকার দেওয়ার দাবি তুলেছে সেভ এডুকেশন কমিটি। অধ্যাপক দাসকে নিঃশর্তে বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর পদে ফেরানো এবং কোনও বিভাগের গবেষণার ক্ষেত্রে গভর্নিং বডির কোনও ভূমিকা না নেওয়ার দাবিও জানিয়েছে কমিটি।

জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটির পূর্বতন সদস্য কমরেড সুনীতা গুপ্ত ১৪ আগস্ট ভোরে গার্ডেনরিচ রেল হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর।

১৯৭০-এর দশকে কমরেড সুনীতা গুপ্ত তাঁর কৈশোরে তমলুকের স্কুলে পড়াকালীন মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার সংস্পর্শে আসেন। পরিবারের মধ্যে পার্টির পরিবেশ, বাড়িতে দলের নেতাদের যাতায়াত এবং তাঁদের সংস্পর্শ তাঁকে দলের প্রতি আকৃষ্ট করে। এরপর খড়গপুর ও মেদিনীপুরে থাকাকালীন দলের একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে গড়ে ওঠার সংগ্রামের প্রক্রিয়ায় ধীরে ধীরে তিনি সংগঠকের স্তরে নিজেকে উন্নীত করেন। তিনি অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলায় মেয়েদের জীবনের নানা সমস্যা, মদ জুয়া অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা আন্দোলনে নেতৃত্বকারী ভূমিকা পালন করেন এবং মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের জেলা কমিটির সভানেত্রী নির্বাচিত হন। পরবর্তীকালে পার্টির নানা আন্দোলনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের মধ্য দিয়ে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন।

কমরেড সুনীতা গুপ্তের আচরণের স্নিগ্ধ মাধুর্য দলের কর্মী, সমর্থক, দরদিদের উপর প্রভাব ফেলেছিল। ধীর, শান্ত স্বভাবের আড়ালে তাঁর সংগ্রামী মনোভাবটি ছিল শিক্ষণীয়। তাঁর মৃত্যুতে দল একজন একনিষ্ঠ কর্মীকে হারাল।

কমরেড সুনীতা গুপ্ত লাল সেলাম

বেআইনি বাজি কারখানা

একের পাতার পর

গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী 'মাথা নত করে ক্ষমা' চেয়েছিলেন এবং প্রশাসনিক ব্যর্থতার কথা স্বীকার করে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় তার জন্য পদক্ষেপ ঘোষণা করেছিলেন।

কিন্তু দেখা গেল, এগরার মতোই এই বাজি কারখানার মালিক একবার গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। তিনি জামিনে ছাড়া পেয়ে আবার বেআইনি বাজি কারখানা খুলেছেন। বেআইনি বাজি কারখানা বন্ধে রাজ্যসরকার চূড়ান্ত নিষ্ক্রিয় না হলে এটা কী করে সম্ভব? এই নিষ্ক্রীয়তা চূড়ান্ত অপরাধমূলক। এটা রাজ্য সরকারের অপরাধমূলক নিষ্ক্রিয়তারই প্রমাণ। আমরা এর তীব্র নিন্দা করছি, অবিলম্বে উপযুক্ত তদন্ত সাপেক্ষে দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করছি। আমরা নিহত গরিব শ্রমিকদের পরিবারগুলির জন্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবি করছি। আমাদের আরও দাবি, রাজ্য জুড়ে কোথায় কোথায় এখনও নানা প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির দুষ্টচক্র এই কাজ করে চলেছে, তা খুঁজে বের করে বন্ধ করতে হবে।

এই প্রসঙ্গে দলের বারাসাত-বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সম্পাদক কমরেড তুষার ঘোষ বলেন, সরকার ও প্রশাসনের নাকের ডগায় শাসকদলের নেতাদের মদতেই এই বেআইনি বাজি কারখানা চলছিল। আমরা এই ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করছি ও সকল দোষীর শাস্তির দাবি জানাচ্ছি। নিহতদের পরিবার পিছু দশ লক্ষ টাকা এবং আহতদের দু লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ এবং চিকিৎসার সব খরচ সরকারকে বহন করার দাবি জানাচ্ছি। নিহত যে সমস্ত শ্রমিকের বাড়ি অন্য জেলায়, তাদের দেহ সরকারি ব্যবস্থাপনায় বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার দাবি জানাচ্ছি।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

নয়া তথ্য সুরক্ষা আইন ঃ মৌলিক অধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতার ওপর স্বৈরাচারী আঘাত

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ৯ আগস্ট এক বিবৃতিতে বলেন,

কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার ৭ আগস্ট লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে যে 'বৈদ্যুতিন মাধ্যমে সংরক্ষিত তথ্যের সুরক্ষা' বিল পাশ করিয়ে নিয়েছে, তা ব্যক্তিজীবনের গোপনীয়তা ধ্বংস করবে এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর ফ্যাসিবাদী আক্রমণ নামিয়ে আনবে। মুখে তারা ব্যক্তিগত তথ্য ও ব্যক্তিজীবনের একান্ত গোপনীয়তাকে রক্ষা করার অনেক কথা বললেও, এই বিল আদতে ভারতীয় নাগরিকদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ও ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর এক মারাত্মক আক্রমণ। এই আইনের বলে, কোনও তথ্য কোন প্রয়োজনে ব্যবহার করা হবে, তা নির্ধারণের একচ্ছত্র অধিকার থাকবে সরকারের। এমনকি যে ব্যক্তির তথ্য ব্যবহার করা হবে, তাঁকে কোনও কিছু না জানিয়েই সরকারের একতরফা সিদ্ধান্তকেই তাঁর অনুমোদন হিসাবে ধরে নেওয়া হবে। এ ছাড়া, নজরদারি চালানো বা যে কোনও প্রয়োজনে সব ধরনের ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহের জন্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বা সরকার পরিচালিত সংস্থাগুলিকে স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা দিচ্ছে এই বিল। এমনকি এ জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অনুমতি নেওয়াও আর আবশ্যিক থাকছে না। আমরা নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতার ওপর বিজেপি সরকারের এই ফ্যাসিবাদী আক্রমণের তীব্র নিন্দা করছি। সমস্ত গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষকে একজোট হয়ে এই স্বৈরাচারী আইনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানাচ্ছি।

ঘুগনি বেচার নিদান নয়, সব শূন্য পদে নিয়োগ চাই

এ আই ইউ টি ইউ সি

পরিযায়ী শ্রমিকদের ঘুগনি, চপ বেচে রোজগারের যে পরামর্শ মুখ্যমন্ত্রী দিয়েছেন, সে বিষয়ে ২৪ আগস্ট এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড অশোক দাস বলেন, লকডাউনের সময় রাজ্য সরকার এ রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য যে পরিকল্পনার কথা শুনিয়েছিল তা আজও বিশ বাঁও জলে। এখন মুখ্যমন্ত্রী এ রাজ্যের শ্রমিকদের বাইরে না গিয়ে এ রাজ্যেই চা-বিস্কুট, ঘুগনি, পাঁউরুটি, চপের দোকান করার পরামর্শ দিচ্ছেন। তিনি বলেন, শ্রমিকদের কাজ পাওয়ার মূল সমস্যার সমাধান না করে কার্যত স্বনিযুক্তি প্রকল্পে কাজ করার কথা বলছেন। পশ্চিমবঙ্গের লক্ষ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক অন্য রাজ্যে কাজ করতে না গিয়ে এখানে দোকান করলে এই বিপুল সংখ্যক দোকানের ক্রেতা পাওয়া যাবে কোথায়? আজ ঘরে ঘরে বেকার। এ এক অর্থে শ্রমিকদের প্রতি নিষ্ঠুর রসিকতা ।

তিনি দাবি করেন, সরকারি ৬ লক্ষ ৫০ হাজার শূন্য পদে অবিলম্বে নিয়োগ করতে হবে এবং শ্রমনির্ভর শিল্পে কাজ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

বেআইনি বাজি কারখানা বন্ধের দাবিতে

দত্তপুকুরে বনধ

অবিলম্বে সমস্ত বেআইনি বাজি কারখানা বন্ধ করা, দোষীদের শাস্তি, নিহতদের পরিবারবর্গকে ও আহতদের পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ প্রভৃতি দাবিতে ২৯ আগস্ট দত্তপুকুর থানার নীলগঞ্জ-ইছাপুর অঞ্চলে ১২ ঘন্টা বনধের ডাক দেয় এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)।

এই দাবিতে ২৮ আগস্ট দলের পক্ষ থেকে উত্তর ২৪ পরগণা জেলায় প্রতিবাদ দিবস পালিত হয় এবং জেলাশাসকের দপ্তরে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। দলের বারাসত বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সম্পাদক কমরেড তুষার ঘোষ এবং জেলা কমিটির সদস্য কমরেড বিপ্লব দত্ত ও কমরেড অভিজিৎ মুখার্জী জেলাশাসকের সঙ্গে দেখা করে দাবিসনদ পেশ করেন। বারাসত স্টেশন থেকে একটি মিছিল জেলাশাসকের দপ্তরে পৌঁছায় এবং জেলাশাসক ভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখায়।

বারাসাতে বিক্ষোভ মিছিল। ২৮ আগস্ট

'শিক্ষা বাঁচাও দিবস' পালনের ডাক

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মদিন ২৬ সেপ্টেম্বরকে 'শিক্ষা বাঁচাও দিবস' হিসাবে পালনের ডাক দিল সেভ এডুকেশন কমিটি। বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের জাতীয় শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে সর্বভারতীয় সেভ এডুকেশন কমিটির নেতৃত্বে দেশের সমস্ত রাজ্যে শিক্ষক অধ্যাপক ও শিক্ষাব্রতী মানুষ সহ সাধারণ জনগণ আন্দোলন গড়ে তুলছেন। প্রতিটি রাজ্যেই সেভ এডুকেশন কমিটির নেতৃত্বে এই আন্দোলন তীব্র রূপ নিচ্ছে। দেশের স্বনামধন্য শিক্ষাবিদরা এই আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।

২৬ সেপ্টেম্বর

এ রাজ্যেও সিলেবাস সংস্কারের নামে অবৈজ্ঞানিক ও শিক্ষাস্বার্থ বিরোধী সিলেবাস চালুর প্রতিবাদে রাজ্যের শিক্ষাবিদ, শিক্ষক, অধ্যাপক সহ শিক্ষাব্রতী মানুষ আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে রাজ্যপাল এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে যেভাবে টানাটানি চলছে তার বিরুদ্ধে এবং উপাচার্য নিয়োগের প্রশ্নে রাজ্যপালের অগণতান্ত্রিক ভূমিকার প্রতিবাদেও তাঁরা সোচ্চার হয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গেও গড়ে উঠেছে অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটি। এই কমিটির উদ্যোগে শিক্ষাবিদ, শিক্ষক, শিক্ষানুরাগীরা ১৮ আগস্ট কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেন। সেখানে তাঁরা বলেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যে শিক্ষানীতির যে প্রস্তাব এনেছে তাতে বোঝা যায় তারা সর্বনাশা জাতীয় শিক্ষানীতি রূপায়ণে বদ্ধপরিকর। তারা কেন্দ্রের মতোই শিক্ষার সর্বক্ষেত্রে বেসরকারিকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণকে উৎসাহিত করছে। এজন্য পিপিপি মডেলকে স্বাগত জানাচ্ছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁরা বলেন, এ ছাড়া রাজ্য সরকার প্রাক প্রাথমিক পর্যায়ে তিন বছর বয়স থেকে ইউনিক আইডেন্টিটি কার্ড চালু ও প্রাক প্রাথমিক শিক্ষাকে অঙ্গনওয়াড়ির মাধ্যমে করাতে চাইছে, যা শিশুশিক্ষার পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। স্কুল কমপ্লেক্স বা ক্লাস্টার গঠনের কথা বলা হয়েছে, যা শিক্ষার সুযোগকে আরও সঙ্কুচিত করবে।

তাঁরা বলেন শিক্ষার প্রতিটি স্তরেই ত্রি-ভাষা সূত্রের প্রয়োগ চাইছে রাজ্য সরকার। ত্রি-ভাষা সূত্রের পরিবর্তে সেভ এডুকেশন কমিটির দাবি, শিক্ষায় মাতৃভাষা ও ইংরেজি ভাষা উচ্চমাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে পড়াতে হবে। উচ্চপ্রাথমিক স্তরে তৃতীয় ভাষা বেছে নেওয়ার সুযোগ রাখতে হবে। শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে কোনও সুস্পষ্ট নির্দেশ রাজ্য শিক্ষানীতিতে নেই। শিক্ষাবিদরা দাবি জানান, উচ্চমাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষা দিতে হবে।

কমিটির নেতৃবৃন্দ জানান, বিদ্যালয়ের উচ্চ প্রাথমিক স্তরেই রাজ্য সরকার সিমেস্টার পদ্ধতি চালু করতে চাইছে। তাঁদের দাবি, স্কুল পর্যায়ে কোনও মতেই সিমেস্টার পদ্ধতি চালু করা যাবে না। কারণ স্কুল স্তরে সিমেস্টার পদ্ধতির প্রয়োগ মৌলিক বিষয়ে সম্যক জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করবে। রাজ্য সরকার কলেজ স্তরে চার বছরের ডিগ্রি কোর্স ইতিমধ্যেই চালু করেছে। সেভ এডুকেশন কমিটি তার তীব্র বিরোধিতা করে বলে, এই প্রক্রিয়া আগামী দিনে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে অত্যন্ত ক্ষতিকর হবে।

বিদ্যালয় স্তরে বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রচলন করা, শিক্ষার্থী-শিক্ষকের সম্পর্ক ও সুসংহত জ্ঞানের পরিপন্থী অনলাইন শিক্ষা প্রবর্তনের চেষ্টার তীব্র বিরোধিতা করে নেতৃবৃন্দ বলেন, এই প্রক্রিয়া শিক্ষাকে দ্রুত ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে, অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে থাকা শিক্ষার্থীদের শিক্ষা থেকে ক্রমশ দূরে সরিয়ে দেবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁরা বলেন, কেন্দ্র এবং রাজ্য দুই সরকারই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বাধিকার ধ্বংস করছে। একই সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি নিয়ন্ত্রণ করার একচ্ছত্র ক্ষমতা কার হাতে থাকবে, দুই সরকার এই নিয়ে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হচ্ছে। শিক্ষার্থী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের কথা না ভেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য মুখ্যমন্ত্রী না রাজ্যপাল কে নিয়োগ করবেন— এই নিয়ে তারা দ্বন্দ্বে মত্ত। তাঁরা বলেন, কোনও রাজনৈতিক নেতা, মুখ্যমন্ত্রী বা রাজ্যপাল নয়, উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদরাই আচার্য হিসাবে শিক্ষার্থীদের ও প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখতে পারেন।

কমিটির পক্ষ থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মদিনটিকে 'শিক্ষা বাঁচাও দিবস' হিসাবে পালন করার আহ্বান জানানো হয়। ওই দিন ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্যে বিক্ষোভ হবে। এ রাজ্যেও প্রতিটি জেলায় বিক্ষোভ সমাবেশ হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষিত হয়, শিক্ষাবিদদেরই বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য এবং উপাচার্য হিসাবে নিয়োগের দাবিতে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হবে।

পাকা ব্রিজের দাবি ঃ খানাকুলে বিডিও অভিযান

পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল ও হুগলি জেলার খানাকুল ব্লকের মধ্যে সংযোগকারী বন্দর এলাকায় রূপনারায়ণ নদের উপর কংক্রিটের ব্রিজ নির্মাণের দাবিতে 'ব্রিজ নির্মাণ সংগ্রাম কমিটি'-র পক্ষ থেকে ১৭ আগস্ট খানাকুল-১ ও ২ বিডিও দপ্তরে গণডেপুটেশন হয়। খানাকুলের বিধায়ক ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিকেও স্মারকলিপি দেওয়া হয়। দুই শতাধিক টোটো ও মোটর সাইকেল নিয়ে মিছিলে তিন শতাধিক স্থানীয় মানুষ যোগ দেন।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি, ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৯৪৩৩৪৫১৯৯৮, ৯৪৩২৮৮৯৩৪৭ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com